দৈনিক
ইত্তেফাক

25 JAN 2017

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং বাস্তবতা

নিউটন মজুমদার

জাতির পিতার নামাঙ্কিত একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আমরা। যে পিতা স্বপ্ন দেখতেন এ দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া দিন-মজুরের চোখে, যে পিতা স্বপ্ন দেখতেন একজন চাষার সন্তান হবে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, যে পিতার স্বপ্ন ছিল একজন রিকশাওয়ালার সন্তান বসবে হাইকোর্টের বিচারকের আসনে। আর এই স্বপ্নগুলো সফল করতে যিনি তাঁর জীবনের তিন ভাগের দুভাগই কাটিয়েছিলেন অন্ধকার নির্জন কারাপ্রকোষ্ঠে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ সেই পিতার নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষাজীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত। কারণ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার মাটিতে আজো এমন পরিবার দুর্লভ যারা বছরে দু দুবার সন্তানকে আট থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করে প্রতি সেমিস্টারে ভর্তি করতে পারে এবং বছরে দুবার সেমিস্টার ফাইনালের ফিস বাবদ আড়াই থেকে তিন হাজার করে টাকা দিতে পারে। তারপর আবাসন সুবিধার বাইরে থাকা-খাওয়ার অসুবিধা এবং ব্যয় তো আছেই। সব মিলিয়ে নামমাত্রই পাবলিক, একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ আর কম কী? আমাদের মতো একটা দারিদ্র্যপীড়িত উন্নয়নশীল দেশে উন্নতমানের ওয়েস্টার্ন স্টাইলের আধুনিক শিক্ষার নামে এ যেন এক স্বপ্ন ভঙ্গের রসিকতা মাত্র!

আমার এক জুনিয়র বোন কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলেছে, ভাইয়া আমি অত্যন্ত গরিব পরিবারের একটা মেয়ে। আমার বাবা একটা রোগে অচল প্রায়, তাই আমার মা-ই মানুষের জমিতে কাজ করে আমাদের পরিবারের ভার বহন করেন। আমি ছাড়াও আমার আরো দুটো ছোট ভাইবোন আছে, তারাও পড়াশোনা করছে। কিন্তু আমার মা কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। তাই আমাকে পরিবার থেকে বিয়ের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমি যে এখনি বিয়ে করতে চাই না, আমি পড়ালেখা করে আরো অনেক দূর যেতে চাই। তাই দয়া করে যদি আপনি আমাকে একটা দুটো টিউশনি জোগাড় করে দিতেন, নইলে আমার পড়ালেখা এখানেই বন্ধ হয়ে যাবে। আমি কোনো জবাব দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলাম না। কারণ গোপালগঞ্জের মতো একটি ছোট শহরতলিতে এখন টিউশনি জিনিসটাও রীতিমত সোনার হরিণ। তাছাড়া এ শিক্ষাব্যবস্থায় এখন টিকে থাকাটাই চরম সার্থকতা।

অবশ্য আমাদের মহামান্য উপাচার্য মহোদয় মাঝে মাঝেই বলেন, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পড়েছি সেটি আমার নিকট মাতৃতুল্য। কারণ সেটি আমাকে গড়েছে। আর তোমাদের এ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে আমার কন্যাতুল্য। কারণ এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আমি গড়ছি, বাবা যেমন সন্তানকে পালন করেন ঠিক তেমনি। কিন্তু পিতার কাছে সন্তান যে কতটা স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দে প্রতিপালিত হচ্ছে সেটিই ভাববার বিষয় আজ। কারণ সরকারি বাজেটে ইমারত গড়ার মধ্যে সন্তান প্রতিপালনের কোনোই সার্থকতা থাকতে পারে না, যদি না সন্তানের আত্মাই সন্তুষ্ট না থাকে!

তাই আজ দেশের সকল শিক্ষাবিদ এবং সুশীল সমাজকে সচেতন হতে হবে। কারণ সরকার বেতন দ্বিগুণ করলেও একজন রিকশাচালক দিন-মজুরের আয় দ্বিগুণ করেনি। তাই পিতার অসমাপ্ত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হলে শুধু 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়'-ই নয়, দেশের সমস্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কেই সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্যই উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়